প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

'সবার জন্য শিক্ষা' প্রতিবন্ধী শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য নয়!

উদিসা ইসলাম ●

দেশে স্কুলে যাওয়ার বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। তাদের শিক্ষার জন্য সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫টি। এতে আসন এক হাজার ৪৪০টি। বেসরকারি কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও উচ্চ খরচের কারণে সেগুলো সাধারণের নাগালের বাইরে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির আওতায় পড়ে না। সমাজকল্যাণের অংশ হিসেবে তাদের আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে লাখো প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতে আসনসংখ্যা ২৪০। এ ছাড়া শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য সাতটি (আসন ২৭০টি) এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য দুটি মডেল স্কুলসহ তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (আসন ২৯০টি) রয়েছে। এ ছাড়া সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি জেলায় একটি সাধারণ স্কুলে ১০টি আসন হিসেবে ৬৪০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প প্রতিবন্ধীদের জন্য সারা দেশে ২০টি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য তিনটি, অটিস্টিকদের জন্য চারটি এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ৫০টির মতো স্কুল, সংগঠন বা সংস্থা রয়েছে। তবে ব্যয়বহুল হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদেরও দেওয়া হয়।

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন (সোয়াক) ঢাকায় কাজ করে। সোয়াকে একজন শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন দুই হাজার ৯০০ টাকা। সেশন ফি চার হাজার টাকা। অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাকি তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও (প্রতিটির আসনসংখ্যা সর্বোচ্চ ৫০) ঢাকাভিত্তিক এবং ব্যয়বহুল।

প্রতিবন্ধীদের সংগঠন এপসিডিবির নির্বাহী পরিচালক মাহবুব কবীর বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহজে সাধারণ স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বদলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। তাদের শিক্ষা 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির আওতায় পড়ে না।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শামীম ফেরদৌস এর জন্য প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে না থাকাকে দায়ী করেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি খন্দকার জহুরুল আলম বলেন, ২০০৮ অর্থবছরে বাজেটের মোট বরাদ্দের ১২ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষা খাতে দেওয়া হলেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকল্প নেই। ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য শিক্ষার অধিকারের যে ঘোষণা রয়েছে, তাতেও প্রতিবন্ধীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ নেই।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব দেওয়ান জরির হোসাইন মনে করেন, প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি শুধু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে না রেখে সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে সব মন্ত্রণালয়ের ওপর দেওয়া উচিত।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হেলাতুজ্জামান আল মামুন বলেন, প্রতিবন্ধীদের সব বিষয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখে। আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয়ে গেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে। সেটা তাদের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। ভালো-মন্দ বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।